দৈনিক ইনকিলাব

185

তারিখ 27 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১৩ই আষাঢ় ১৩৯৪ বং

শিক্ষাঙ্গন

এবতেদায়ী মাদ্রাসার উন্নয়ন

শিক্ষা ক্ষেতের বর্তমান সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ হলো— "এবতেদায়ী (প্রাথমিক) মাদ্রাসা" শিক্ষা প্রবর্তন যা জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। স্মর্তব্য, প্রচলিত প্রাইমারী শিক্ষা হলো স্কুলের বাহন, অর্থাৎ প্রাইমারী ৫ম শ্রেণী পাস ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে; অথচ তাদের মাদ্রাসায় ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হতে হতো। প্রাইমারী শিক্ষাকে স্কুল ও মাদ্রাসার মাধ্যমরূপে গড়ে তোলার জন্যে বহু লেখালেখি অরণ্যে রোদন হয়েছে।

জাতির সৌভাগ্য যে, ১৯৮৪ ইং সন হতে প্রবর্তিত এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষায় ৫ম শ্রেণী পাস ছাত্র-ছাত্রীরা একাধারে স্কুল ও মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করে ধন্য হয়েছে। অধিকন্তু এবতেদায়ী ৪র্থ/৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর দরিদ্র সন্তানেরা স্বভাবতঃ পড়া ছেড়ে দিলেও তারা ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় দিকেই কিছু যোগ্যতা অর্জন করছে; পক্ষান্তরে প্রাইমারী শিক্ষা হতে সরে পড়া বা উচ্চ শিক্ষায় উন্নীত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরা নামাজ ও কোরান পাঠ পর্যন্ত জানে না।

প্রত্যেক সরকারী মাদ্রাসায় এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অধিকন্তু সরকারের চাহিদা মোতাবেক স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্যে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত জমিন, গৃহ ও যথাসম্ভব আসবাবপত্রাদী দিয়ে জাতীয় স্বার্থে দেশের সর্বত্র বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে— যা বাৎসরিক এককালীন সরকারী সাহায্যও পেতে শুরু করে।

কিন্তু আজ শিক্ষকবৃন্দ স্থায়ী মঞ্জুরির আশায় প্রহর গুণে নিরাশ হয়ে অনেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার চিন্তা করছে। এর সাথে সেই এককালীন সাহায্যও নিয়মিত না হওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। জনগণ মনে করে যে, এবতেদায়ী মাদ্রাসারগুলোর শিক্ষকদের প্রাইমারী শিক্ষকের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা আবশ্যক। তাতে এ শিক্ষকবৃন্দ নিজ পদে বহাল থেকে জাতীয় খেদমত আনজাম দিতে পারেন। প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার উন্নতি-অগ্রগতি ও ব্যাপ্তি চায় না— এমন কে আছে? রাষ্ট্রপতির বহু বিঘোষিত "প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা উন্নয়ন" প্রচেষ্টায় এবতেদায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা আশু সরকারীকরণ আজ জনগণের প্রাণের দাবী। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ এবতেদায়ী (প্রাথমিক) মাদ্রাসা শিক্ষাও প্রাইমারী স্কুলের মত সরকারীকরণের দাবী রাখে। অর্থনৈতিক সংকটে বিভিন্ন বৈষয়িক প্রকল্পের ন্যায় এ ফরজিয়া শিক্ষার ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ, রাবেতায়ে-আল-ইসলামী ও বিভিন্ন ইসলামী আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট সাহায্য কামনা এবং "প্রেসিডেন্ট শিক্ষা তহবিল" গঠন ইত্যাদির দ্বারা এ মহৎ কার্য অবশ্যই আনজাম দেয়া যেতে পারে।

"ইসলামী আদর্শ-ই আমাদের পরিচালিকা শক্তি। ..... ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি— রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক উক্তির সার্থক ও বাস্তব প্রতিফলন আলোচ্য শিক্ষা ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নের উপরই নির্ভরশীল।

—মোঃ আরিফুর রহমান